দৈনিক ইত্তেফাক

73

তারিখ 30 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ১

কলেজ চারটি এখন কোচিং সেন্টারের আদল নিয়াছে

ওসমান গণি মনসুর ।। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪টি মহিলা কলেজে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭৭ জন। অধ্যক্ষাসহ শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছে ৩২ জন। দৃশ্যতঃ

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

৪টি মহিলা কলেজ

(শেষ পৃঃ পর)

উক্ত কলেজগুলি এখন অনেকটা কোচিং সেন্টারের আদল নিয়াছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল কলেজে যেখানে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের উপচাইয়া পড়া ভিড় চলিতেছে, সেখানে এই কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সংকট প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়র নির্বাচনের পর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আয়োজন-ব্যয়-ব্যবস্থাপনা না ভাবিয়া অনেকটা তড়িঘড়ি করিয়া ৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজ হিসাবে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তদানুযায়ী ৯৪ শিক্ষবর্ষে ২টি (কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও পোস্তার পাড় সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) এবং '৯৫ শিক্ষাবর্ষে অপর দুইটি (সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়)(কেবল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত) কলেজ হিসাবে সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথমোক্ত ২টি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাভ করিলেও ৪টির কোনটি এ পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের চাপের মুখে আগামী ৩০/৩১ অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিক পরিদর্শন শেষে কলেজগুলিকে একাডেমিক স্বীকৃতিদানে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্মত হইয়াছে।

গত ২ বৎসরে কলেজ ৪টির ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। '৯৫ সালে আলোচ্য ৪টি কলেজের ভর্তি হইয়া ছিল।

ভর্তি হইয়াছিল ৩৫৪ জন। দ্বিতীয় বর্ষে অন্যান্য কলেজে ট্রান্সফারসহ নানান কারণে এই সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে হ্রাস পায়। চলতি বৎসরে মোট ৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৭ জন ভর্তি হইয়াছে কাপাসগোলা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে। পোস্তার পাড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হইয়াছে ১৫ জন, পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হইয়াছে ১৪ জন, এবং সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হইয়াছে মাত্র ১১ জন। ৯৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম পর্যায়ে সম্প্রসারিত পোস্তার পাড় ও কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজদ্বয়ে দ্বিতীয় বর্ষ শেষে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় যথাক্রমে ২৭ জন ও ৯ জন। তন্মধ্যে সদ্যঘোষিত এইচএসসি ফলাফলে যথাক্রমে ১৭ জন ও ৪ জন পাস করে।

কলেজ শিক্ষকদের গড় বেতন-ভাতা ১ হাজার টাকা

কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগসূত্রে জানা যায়, আলোচ্য প্রতিটি কলেজে ৭জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাগণ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজদ্বয়ের শিক্ষিকাদের স্কেলে বেতন দেওয়া হইলেও অপর ২টি কলেজের সকল শিক্ষককে গড়ে সর্বমোট ১ হাজার টাকা করিয়া মাসোহারা দেওয়া হইতেছে। অধ্যক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য কোনটিতে কাহারো কোন আলাদা বেতন-ভাতার ব্যবস্থা নাই।